সচেতনতা ▪ সঙ্ঘবদ্ধতা ▪ সক্ষমতা

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি

গঠণতন্ত্র ও কর্মসূচী

২০২৪ সালের মার্চ মাসে বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত প্রথম রাজ্য সম্মেলনে গৃহীত
ও ২০২৬ সালের জানুয়ারী মাসে মুর্শিদাবাদের সাগরদীঘি শহরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় রাজ্য সম্মেলনে পরিমার্জিত

সংগঠনের লোগো

সংগঠনের পতাকা

১. সংগঠনের নাম ঃ **ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি**

২. কর্মপদ্ধতি

২.১ পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মকান্ডে যুক্ত সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে মেল বন্ধনের কাজ করবে ও সহযোগী স্বেচ্ছাসেবী বন্ধুদের একত্রিত করার কাজ করবে। সংগঠন একটি শীর্ষ সংগঠন (Umbrella Organisation) হিসাবে কাজ করবে।

৩. উদ্দেশ্য

৩.১ সরকারি রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা কে উন্নত করো ও প্রসারিত করো। সরকারি ব্লাড সেন্টার গুলিতে ১০০ শতাংশ স্বেচ্ছা রক্তদাতা নির্ভর পরিষেবা সুনিশ্চিত করার অঙ্গীকার।

৩.২ বেসরকারী রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনগনের জন্য উন্মুক্ত করো।

৩.৩ রক্ত সম্পর্কিত ও সেই সাথে সংক্রামিত অসুখের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তোলা ও রুগীদের বন্ধু হও।

৩.৪ স্বেচ্ছা রক্তদাতা, উদ্বুদ্ধিকারক, ও শিবির সংগঠকদের বন্ধন দৃঢ় করো এবং নতুন নতুন বন্ধু খোঁজো।

৩.৫ স্বেচ্ছা রক্তদান এর মাধ্যমে ১০০ % রক্ত সংগ্রহ করা। ও সেই সাথে শিবিরে উপঢৌকন রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি।

৩.৬ নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন করার জন্য জাতীয় রক্ত সঞ্চালন আইন তৈরি করা ও সেটা যাতে সঠিক ভাবে কার্যকরী হয় তা দেখভাল করা।

৩.৭ রক্তদান সম্পর্কিত বিভিন্ন দাবী আদায়ে যথাযথ ভূমিকা পালন করা।

৪. লক্ষ্য

৪.১ রাজ্যের স্বেচ্ছা রক্তদান আন্দোলন সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে মেলবন্ধন ঘটানো।

৪.২ আন্দোলনের বিস্তৃতির স্বার্থে নতুন নতুন সংগঠন স্থাপনে উৎসাহ ও সহায়তা দান।

৪.৩ রাজ্যের রক্তসঞ্চারণ পরিষেবার উন্নতিকল্পে সরকার, যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ, সংস্থা, নির্দিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পরিদর্শক, নীতি-নির্ধারক, প্রশাসন ইত্যাদির সঙ্গে রাজ্য স্তরে বা জাতীয়স্তরে ভাববিনিময়।

৪.৪ কর্মশালা, আলোচনা সভা, সম্মেলনাদি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান রূপায়ণে সহযোগী সংগঠন গুলিকে সহায়তাদান বা সার্বিক পথনির্দেশ।

৪.৫ জেলা ও মহকুমার সর্বস্তরে আন্দোলন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থাপনা ।

৪.৬ আন্দোলনের স্বার্থে সৌজন্যমূলক ও ত্রুটি-ঘাটতিপূরক সমন্বয়সাধক সংস্থা হিসাবে যে কোনো প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক কাজের দায়িত্ব গ্রহণ।

৪.৭ জেলার সর্বত্র সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো তে শিক্ষা মূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৪.৮ সব জেলার সদস্য সংগঠন সহ শিবির সংগঠকদের সাথে সমন্বয় করা।

৪.৯ সকল সদস্য সংগঠনগুলির কর্মীদের রক্তদান শিবির সম্পর্কিত তথ্যাদি দিয়ে সমৃদ্ধ করা ও প্রচার সামগ্রী তৈরি করা।

৪.১০ স্বেচ্ছা রক্তদান আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য বিশেষ কয়েকটি দিন ৮ই মে, ১৪ই জুন, ১লা অক্টোবর সহ জনস্বাস্থ্য ও জনশিক্ষা বিষয়ক সমস্ত দিবস সমগ্র রাজ্যব্যাপী যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করা।

৪.১১ উদ্বুদ্ধকরণ শিবির, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবির রে জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা শিক্ষন কমিটি তৈরি করা।

৪.১২ রক্তদাতাদের যথাযথ সম্মান ও স্বীকৃতি প্রদান করা।

৫. কেন্দ্রীয় স্লোগান

৫.১ ‘‘বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে বাঁচাবো লক্ষ্য প্রাণ’’।

৫.২ ‘‘উৎসবের অর্ঘ্য হোক রক্তদান’’।

৫.৩ ‘‘নিরাপদ রক্ত, সুরক্ষিত জীবন’’।

৫.৪ ‘‘নিরাপদ রক্তের জন্য চাই জাতীয় রক্ত সঞ্চালন আইন’’।

৬ সংগঠনের পতাকা

৬.১ হলুদ রঙের পটভূমি তে লাল রং দিয়ে সংগঠনের সংক্ষিপ্ত নাম বামদিকে (WBVBDS) ও মাঝখানে লোগো ও উপরে নীল রঙে সচেতনতা, সঙ্ঘবদ্ধতা, সক্ষমতা এই তিন টি কথা লেখা থাকবে।

৬.২ পতাকার মাপ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ১.৫ : ১ এর আনুপাতিক হবে। অর্থাৎ পতাকার দৈর্ঘ্য হবে প্রস্থের দেড়গুন।

৬.৩ পতাকার ব্যবহার

৬.৩.১ ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি (WBVBDS) ভুক্ত যে কোনো সদস্য সংগঠন তার কর্মকান্ডে নিজস্ব সংগঠনের পতাকা ছাড়াও WBVBDS পতাকা ব্যবহার করতে পারেন।

৬.৩.২ দুইটি সংগঠনের পতাকাস্তম্ভ একই উচ্চতায় থাকবে।

৬.৩.৩ পতাকা উত্তোলনের পর দুইটি পতাকার অবস্থান যেন উঁচু নীচু না হয়।

৬.৩.৪ আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলিত হলে, আনুষ্ঠানিকভাবেই তার অবনমন কর্তব্য।

৬.৩.৫ সদস্য সংগঠনের পতাকা তুলবেন সংশ্লিষ্ট সংগঠনের পদাধিকারী এবং WBVBDS পতাকা তুলবেন WBVBDS পদাধিকারী।

৬.৩.৬ সর্বক্ষেত্রেই সদস্য সংগঠনের পতাকা আগে এবং WBVBDS পতাকা ঠিক তার পরে উত্তোলিত হবে। অবনমনের ক্ষেত্রে আগে WBVBDS এবং পরে সদস্য সংগঠনের পতাকা অবনমিত হবে

৭ সংগঠনের আইনগত স্বীকৃতি

৭.১ আমাদের সংগঠন ট্রাষ্টি আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত ও NGO Darpan এর আওতাধীন। আয়কর বিভাগের অনুমোদন প্রাপ্ত। সরকারি নীতি অনুসারী অন্য অনান্য সদস্যপদ নেওয়া হবে।

৭.২ রেজিস্ট্রেশন নং - 230600045 (Registration under section 60 & rule 69. Book -IV, Volume No. 2306-2024)

৮ সংগঠনের মুখপত্র - " জীবনবার্তা "

৯. সদস্য পদ

৯.১ সংগঠনের সদস্য পদ সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে হবে। **বাৎসরিক ও আজীবন** সদস্যপদ হতে পারে। বছরের যে কোনো সময়ে সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করা যাবে।

৯.২ **সাংগঠনিক** - স্বেচ্ছা রক্তদান সংক্রান্ত শিক্ষা, উদ্বুদ্ধকরণ,রক্তদান এই তিনটে বিষয় নিয়ে বিগত এক বছর ধরে কর্মরত রয়েছে এমন সংগঠনগুলো নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে সাংগঠনিক সদস্য পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় দল সাংগঠনিক সদস্যপদের জন্য আবেদন করতে পারবে না।

৯.৩ **ব্যক্তিগত** - কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, যিনি রক্তদান করেন, শারীরিক কারণে রক্তদান করতে পারেন না কিন্তু রক্তদান শিবির সংগঠিত করতে সহায়তা করেন বা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন অথবা সামগ্রিক ভাবে জনস্বাস্থ্য ও জন বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এরকম ব্যক্তিরাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক পার্থক্য নির্বিশেষে ব্যক্তিগত সদস্যবাদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৯.৪ সদস্য পদের চাঁদা ও তহবিল

৯.৪.১ **আজীবন সদস্য পদ**

ব্যক্তিগত ৩০০০ হাজার টাকা

সংগঠন গত ৫০০০ হাজার টাকা। একইসাথে মুখপত্রের গ্রাহকও হবে আজীবন।

৯.৪.২ **বাৎসরিক সদস্যপদ**

ব্যক্তিগত ২০০ টাকা

সাংগঠনগত ভাবে ৫০০ টাকা।

৯.৪.৩ সদস্য চাঁদার টাকা রাজ্য কমিটিতে জমা দিতে হবে। পরে রাজ্য কমিটি সদস্য পদের দেয় চাঁদার টাকার ৫০% জেলা কমিটিকে ফেরৎ দেবে।

৯.৪.৪ জেলা কমিটির অর্ন্তগত ইউনিট গঠন হলে সদস্য চাঁদার ৩০% জেলা কমিটি ও ২০% ইউনিট পাবে।

৯.৪.৫ বাৎসরিক সদস্য চাঁদা ছাড়াও সম্মেলনের সময় বা সংগঠনের প্রয়োজনে যে কোন সময় রাজ্য কমিটি সিদ্ধান্ত বা অনুমোদন ক্রমে জেলা ও ইউনিট গুলি বিশেষ তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে।

৯.৪.৬ সংগঠনের স্বীকৃত বিল বা কুপন ছাড়া কোন অর্থ সংগ্রহ করা যাবে না। রাজ্য কমিটি বিল বা কুপনের ব্যবস্থা করবে।;

১০ সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্য

১০.১ যে কোন ব্যক্তি বা সংগঠন পূর্ববর্নিত সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অনুযায়ী ধর্ম, জাতি, ভাষা নির্বিশেষে সোসাইটির লক্ষ্য ও কর্মসূচীকে গ্রহন করেন এবং বাৎসরিক/ আজীবন সদস্যপদ এর চাঁদা দেন, তিনিই সদস্য হওয়ার জন্য বিবেচিত হতে পারেন।

১০.২ বাৎসরিক সদস্যপদ (এপ্রিল-মার্চ)এই আর্থিক বৎসরের জন্য বহাল থাকবে।

১০.৩ প্রত্যেক সদস্যের নিজেকে বা অপরকে নির্বাচিত করার অধিকার থাকবে। সদস্যের নিজের মতামত সোসাইটির রাজ্য কমিটির কাছে পেশ করার অধিকার থাকবে।

১০.৪ সদস্যের পদত্যাগের অধিকার থাকবে।

১০.৫ সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচীর রূপায়নের দায়িত্ব সকল সদস্যের এবং সমস্ত সদস্যের সংগঠনের লক্ষ্য ও আদর্শ প্রচারের দায়িত্ব ও অধিকার থাকবে।

১১ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-

১১.১ যদি কোন সদস্যের কার্যকলাপ সংগঠনের আদর্শ ও সংবিধানের বিরোধী হয়ে দাড়ায় তাহলে সেই সদস্য যে ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত সেই ইউনিট কমিটি তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রক্রিয়া চালু করলে, সদস্যের সংশ্লিষ্ট কমিটির কাছে তার নিজের ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকবে।

১১.২ নৈতিক ও আর্থিক দূর্নীতির সাথে যুক্ত সদস্যকে অবিলম্বে উচ্চতর কমিটির সাপেক্ষে সাসপেন্ড করার অধিকার সংশ্লিষ্ট কমিটির থাকবে। সেই সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে।

১১.৩ কোন মহিলা সংক্রান্ত অথবা কোন মহিলা সদস্য অভিযোগ করলে , তা নিশপত্তির জন্য যে কমিটি হবে, সেই কমিটি তে মিনিমাম ১ জন মহিলা সদস্য রাখতে হবে।

১১.৪ কোন সদস্যের বহিষ্কার, তার পরবর্তী উর্দ্ধতন কমিটি দ্বারা সিদ্ধ হতে

হবে। যে সদস্য বহিষ্কৃত হল, তারা রাজ্য কমিটির কাছে আবেদন করার অধিকার থাকবে। যে কোন সদস্যের বহিস্কার রাজ্য কমিটি দ্বারা সিদ্ধ হতে হবে।

১২ সংগঠনের গঠন

১২.১ রাজ্য সম্মেলন

১২.২ রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী ও রাজ্য কমিটি

১২.৩ রাজ্য কাউন্সিল ও উপদেষ্টা মন্ডলী।

১২.৪ জেলা কমিটি ও ইউনিট (মহকুমা/ ব্লক ভিত্তিক)

১২.৫ ব্লাড সেন্টার ভিত্তিক টীম।

১৩ সম্মেলন ও তার অধিকার

১৩.১ রাজ্য সম্মেলন হল সর্ব্বোচ সংস্থা।

১৩.২ রাজ্য সম্মেলনে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হবে।

১৩.৩ জেলা কমিটি থেকে রাজ্য সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ত্ব মূলক অংশগ্রহন ঘটবে। সারা রাজ্যে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের ভিত্তিতে রাজ্য কমিটি, রাজ্য সম্মেলনে প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দিষ্ট করবে।

১৩.৪ যে কোন বিষয়ের উপর চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী হলো সম্মেলন। সম্মেলন পরিচালনার জন্য সভাপতিমণ্ডলী ও পরিচালকমণ্ডলী গঠন করতে হবে।

১৩.৫ সম্মেলন বিগত সম্মেলন থেকে বর্তমান সম্মেলন পর্যন্ত কাজের পর্যালোচনার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী গ্রহন করবে।

১৩.৬ প্রতিবছর সংগঠনের আয় - ব্যয়ের খতিয়ান ও কাজের বিবরণ পেশ করতে হবে ও সম্মেলনে / সাধারন সভায় অনুমোদন করতে হবে।

১৩.৭ সম্মেলন একটি রাজ্য কমিটি নির্বাচিত করবে। একটি রাজ্য কমিটি ২ বছর (২ টি রাজ্য সম্মেলন কাল এর জন্য নির্বাচিত হবে)। যার সদস্যা সংখ্যা সম্মেলন দ্বারাই নির্ধারিত হবে।

১৩.৮ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে যদি ঐক্যমতে পৌঁছনো না যায়, তাহলে সম্মেলনে প্রতিনিধি মূলক গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সভাপতিমণ্ডলী এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

১৪ সম্পাদকমণ্ডলী

১৪.১ রাজ্য কমিটির পদাধিকারীদের নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হবে। দুই সভার অন্তর্বর্তী সময়ে সম্পাদকমণ্ডলী সংগঠনের কাজ পরিচালনা করবে।

১৪.২ সভাপতি সভার কাজ পরিচালনা করবে। সম্পাদক সভায় আলোচিত ও গৃহীত সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করবেন।

১৪.৩ সংগঠনের একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকবে। কোষাধ্যক্ষ, সভাপতি এবং সম্পাদক সেটার দায়িত্বে থাকবেন। সভাপতি অথবা সম্পাদক যে কোনো একজনের স্বাক্ষর সাপেক্ষে কোষাধ্যক্ষ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের টাকার লেনদেন করতে পারবেন।

১৪.৪ সাধারণ সম্পাদক সম্পাদকমণ্ডলীর পরামর্শক্রমে রাজ্য কমিটি সভা ডাকবে।

১৪.৫ সম্পাদকমণ্ডলীর সভা প্রতিমাসে অন্তত একটি করে অনুষ্ঠিত হবে।

১৪.৬ সম্পাদকমণ্ডলীর সমস্ত সিদ্ধান্ত পরবর্তী রাজ্য কমিটির সভা কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

১৪.৭ দুটি সম্পাদকমণ্ডলীর সভার মধ্যবর্তী সময়ে সম্পাদক কোনো আপৎকালীন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যতজন সম্ভব সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যের সাথে আলোচনা করে নেবেন এবং যত দ্রুত সম্ভব সম্পাদকমণ্ডলীর সভা ডাকবেন। সম্পাদকের সিদ্ধান্ত পরবর্তী সম্পাদকমণ্ডলীর সভার আলোচনার জন্য পেশ করতে হবে।

১৫ রাজ্য কমিটি

এই কমিটির প্রচলিত নাম Executive Committee.

১৫.১ দুই সম্মেলনের অন্তর্বর্তী সময়ে রাজ্য কমিটি হবে সর্বোচ্চ সংস্থা। রাজ্য কমিটির কার্যকাল সর্বোচ্চ মেয়াদ ২ বছর। বছরে নূন্যতম ৪ টি সভা করতে হবে।

১৫.২ রাজ্য কমিটি সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত রূপায়ন করবে।

১৫.৩ রাজ্য কমিটি সংগঠনের সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কাজ পরিচালনার নিয়মাবলী চালু করবে।

১৫.৪ রাজ্য কমিটির সভা অন্তত প্রতি তিন মাসে একটি হতে হবে। রাজ্য কমিটিকে সভার অন্তত সাতদিন আগে লিখিত নোটিশ দিতে হবে। কমিটির সভায় এক তৃতীয়াংশ বা তার বেশী সদস্য উপস্থিতিতে সভার সিদ্ধান্ত বৈধ পরিগনিত হবে।

১৫.৫ রাজ্য কমিটি কোনো পদ ফাঁকা থাকলে বা ফাঁকা হলে রাজ্য কমিটি সেই পদ পূরণ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

১৫.৬ নির্বাচিত রাজ্য কমিটি এর প্রতিনিধিবৃন্দ প্রথম সভায় নির্বাচনের মাধ্যমে ১ জন সভাপতি (President), ৬ জন সহ সভাপতি (তার মধ্যে ১ জন মহিলা) (Vice President), ১ জন সাধারণ সম্পাদক (General Secretary), ২ জন যুগ্ম সম্পাদক (Joint Secretary), ১ জন কোষাধ্যক্ষ (Treasurer), বাকি সর্বোচ্চ ১৭ জন সম্পাদকমণ্ডলী (Secretariat) সদস্য নির্বাচন করবেন সম্পাদকমণ্ডলীর মোট সদস্য সংখ্যা রাজ্য কমিটির এক তৃতীয়াংশের বেশী হবে না। সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি সর্বোচ্চ একসাথে তিন বার (৬ বছর) এই পদে নির্বাচিত হবার সুযোগ পাবেন।

১৫.৭ **উপ সমিতি**

রাজ্য কমিটি তার সদস্যদের মধ্যে থেকে একটি পত্রিকা উপসমিতি গঠন করবে। দুই জন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তার দায়িত্বে থাকবে। পত্রিকা উপসমিতি সংগঠনের মুখপত্র প্রকাশ করবে। কাজের সুবিধার জন্য রাজ্য কমিটি অন্যান্য উপসমিতি গঠন করতে পারবে। যেমন প্রচার, শিক্ষা, মহিলা, আর্থ সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে রক্তদান আন্দোলনের প্রচারের জন্য বিশেষ উপসমিতি। প্রত্যেক উপসমিতির কাজ সঠিক ভাবে পরিচালনা করার জন্য দুই জন করে যুগ্ম আহ্বায়ক থাকবেন।

১৫.৮ সভাপতির অনুপস্থিতিতে একজন সহসভাপতি রাজ্য কমিটির সভা পরিচালনা করবে।

১৫.৯ রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

১৫.১০ কোনো সিদ্ধান্তের বিষয়ে ঐক্যমত্তে পৌঁছানো না গেলে গণতান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

১৫.১১ রাজ্য কমিটি সদস্য বা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যকে অনৈতিক আচরণ বা সংগঠনবিরোধী কার্যকলাপের জন্য সাসপেন্ড করার অধিকার রাজ্য কমিটির থাকবে। তদন্ত কমিশন দ্বারা অভিযোগ প্রমানিত হলে অভিযুক্ত সদস্যকে অপসারনের অধিকার রাজ্য কমিটির থাকবে।

১৬ রাজ্য কাউন্সিল ও উপদেষ্টা মণ্ডলী

১৬.১ সকল সদস্য সংগঠনের ১ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবে রাজ্য কাউন্সিল বা State Council ।এখানে কোন নির্বাচিত হবার কোন বিষয় নেই।

সদস্য সংগঠন যার নাম মনোনীত করবেন,তিনিই এই কমিটির সদস্য হবেন। প্রতি বছর অন্তর নির্বাচিত State Council গঠিত হবে ও দায়িত্ব পালন করবে। বছরে ন্যূনতম দুটি সভা হবে। Executive Committee -র সিদ্ধান্ত রূপায়িত করবে এই কমিটি।

১৬.২ সংগঠন পরিচালনার সুবিধার্থে ও শ্রীবৃদ্ধি র প্রয়োজনবোধে আন্দোলন সংশ্লিষ্ট কাজে আগ্রহী ও অভিজ্ঞ বিশেষ বিশেষ সমাজকর্মীর পরামর্শ নেওয়ার জন্য উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করা হবে। উপদেষ্টামণ্ডলী র সদস্যদের নাম রাজ্য সম্মেলন অনুমোদন করবে। এই ব্যক্তিদের প্রয়োজন অনুসারে State Committee বা State Council এর সভায় আমন্ত্রণ জানানো ও তাঁদের সক্রিয় সহযোগীতা নেওয়া যাবে।

১৭ শাখা সংগঠন ও জেলা কমিটি

১৭.১ **ইউনিট বা শাখা কমিটি** - পৌরসভা/ ব্লক/ মহকুমা ভিত্তিক হবে। নূন্যতম ১০জন সদস্য নিয়েই ইউনিট গঠিত হতে পারে। সংবিধানের বর্নিত নিয়মানুযায়ী শাখাগুলি গঠিত হবে। শাখা বা ইউনিটের নির্ধারিত সংখ্যার ভিত্তিতে একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক, ১জন কোষাধ্যক্ষ, ২ জন সহসম্পাদক, ২জন সহসভাপতি ও পত্রপত্রিকার দায়িত্ব সম্পন্ন একজন পত্রিকা ইনচার্জ (লিটেরেচর সেক্রেটারী) নির্বাচিত হবে। শাখা সম্মেলনের বৈধতার জন্য অন্তত দুই জন রাজ্য কমিটির অনুমোদিত নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবে হবে।

১৭.২ **জেলা কমিটি** - নূন্যতম ৩০ জনের সদস্য পদ থাকতে হবে। জেলা কমিটি, রাজ্য কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যাঙ্ক Account নিজেদের নামে করতে পারে। তবে কালেকশন করার জন্য বিল বই/কুপন ছাপাতে পারবে না। সদস্য পদের বিল / কুপন , তহবিল সংগ্রহ এর বিল রাজ্য অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। বিল/ কুপন ছাপানোর খরচ ও তহবিল সংগ্রহের একটা নির্দিষ্ট অনুদান রাজ্য কমিটি কে দিতে হবে।

১৭.৩ জেলা কমিটি গনতান্ত্রিক উপায়ে কমিটি তৈরি করতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি কমিটি রাজ্য কমিটি থেকে অনুমোদন করাতে হবে। জেলা কমিটির সদস্য সংখ্যা ও পদাধিকারীদের সংখ্যা সদস্য সংখ্যার নিরিখে জেলা ভিত্তিক হবে। তবে তা ঘোষণা করার আগে রাজ্য

কমিটিতে অনুমোদন করাতে হবে।

১৭.৪ জেলা স্তরে সদস্য এর সদস্যপদ দেবার /সদস্যপদ খারিজ করার আবেদন জেলা সভায় অনুমোদন করে রাজ্যে কমিটির কাছে পাঠাতে হবে। রাজ্য কমিটির সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত হবে।

১৭.৫ সংগঠনের প্রত্যেক সদস্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে শাখা কমিটি / জেলা কমিটি গুলি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সাধারণসভা সংগঠিত করবে এবং সাধারণ সভার মতামতকে শাখাকমিটির কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে।

১৭.৬ শাখা বা জেলা কমিটিগুলি শাখার জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহন করবে। বৈজ্ঞানিক ও সমাজমনস্ক চিকিৎসা, শিক্ষা ও সমাজকল্যানমূলক কর্মসূচী গ্রহন করবে এবং সংগঠনের লক্ষ্য ও কর্মসূচীকে কার্যে পরিনত করবে।

১৭.৭ শাখা বা জেলা কমিটিগুলিকে অন্তত দুই মাসে অন্তত একটি করে কমিটি সভা করতে হবে।

১৭.৮ শাখা বা জেলা কমিটিগুলি সংগঠনের সংবিধানের বর্নিত নিয়মানুযায়ী সদস্য সংখ্যা সংগ্রহ করবে।

১৭.৯ শাখা বা জেলা কমিটির কোনো পদ ফাঁকা হলে বা ফাঁকা থাকলে রাজ্য কমিটির সাথে আলাপ আলোচনা করে সংশ্লিষ্ট কমিটি সেই পদ পূরণ করতে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

১৮. ব্লাড সেন্টার ভিত্তিক টীম

১৮.১ সমস্ত সরকারি ব্লাড সেন্টার ভিত্তিক কাজ করে সদস্যদের নিয়ে টীম তৈরী করা হবে। সেই টীমের একজন Convenor ও ২ জন Jt. Co Convenor নির্বাচিত হবেন। নিজ নিজ ব্লাড সেন্টার এর সহিত যোগাযোগ এই টীম ই রক্ষা করবে।

১৯ সাধারণ সভা বা অধিবেশন

১৯.১ বছরে অন্তত একটি সাধারণ সভা করার চেষ্টা করতে হবে। সাধারণত সম্মেলন ই সাধারণ সভা হিসাবে গন্য হবে।

১৯.২ সভার বিষয় ঃ (ক) সংগঠনের কাজকর্মের পর্যালোচনা, দাবীদাওয়া ও আন্দোলন নিয়ে পর্যালোচনা ও কর্মসূচী গ্রহণ, (খ) বিশেষ কোনো ইস্যু যেন সংবিধানের অন্তর্বতীকালীন সংশোধন।

১৯.৩ রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনে সাধারণসভা ডাকতে পারবেন।

২০ সংবিধানের সংশোধন

২০.১ রাজ্য সম্মেলন সংবিধান সংযোজন, সংশোধন বা পবিবর্তন করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

২০.২ তবে সংগঠনের বিশেষ সাধারণ সভা বা অধিবেশন যা সম্পাদকমণ্ডলী কর্তৃক আহুত হবে, পরবর্তী রাজ্য সম্মেলন পর্যন্ত সময়কালের জন্য সংবিধানের অন্তবর্তীকালীন সংযোজন, সংশোধন বা পরিবর্তন করতে পারে। এ সমস্ত সংশোধনী রাজ্য সম্মেলনের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষ।

২০.৩ সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত কোনো প্রস্তাব রাজ্য সম্মেলনের বা বিশেষ সাধারণসভার অন্তত একমাস আগে রাজ্য কমিটির কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। রাজ্য কমিটি সেই প্রস্তাব সম্মেলনের বা সভার অন্তত দুই সপ্তাহ আগে জেলা/শাখার কাছে পাঠিয়ে দেবে। যে কোন সংশোধনী গৃহীত হতে হলে সম্মেলনে উপস্থিত মোটপ্রতিনিধির দুই তৃতীয়াংশের অনুমোদন লাগবে।

কেন্দ্রীয় অফিস

WEST BENGAL VOLUNTARY BLOOD DONORS' SOCIETY
Jibandan Bhawan, SS-7 DDA Market, Bidhannagar, Durgapur-713212,
Paschim Bardhaman, West Bengal
Contact: 8609805407 / 9830979145 / 7001463857
E-mail: wbvbds@gmail.com

Our Bank detais are as follows-
West Bengal Voluntary Blood Donors Society.
Bank of India, Bangur Avenue Branch, Kolkata -700055
Current Account No : **402520110000623**
IFSC Code : **BKID0004025**
Please inform us after every donation.

আমাদের সংগঠন এখন,ভারত সরকারের স্বীকৃত

NBTC

Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

CERTIFICATE
OF APPRECIATION

INDIA BLOOD DONATION NGO CONCLAVE - 2024

This is to certify that

WEST BENGAL VOLUNATRY BLOOD DONORS SOCIETY

has participated as NGO to commemorate the National Voluntary Blood Donors Day,
held in Jaipur, Rajasthan on October 1st, 2024.

Organized by the Blood Transfusion Services, Directorate General of Health Services, MoHFW, Govt. of India,
in collaboration with the Akhil Bhartiya Terapanth Yuvak Parishad.

Thank you for your valuable participation and we look forward for your continued support.

Dr. Krishan Kumar
Director, NBTC

Ramesh Daga
President, ABTYP

(This certificate is a token of appreciation and does not confer any rights or privileges beyond recognition of the awardee's participation and contribution)

জানুয়ারী ২০২৬

দাম- ১০.০০ (দশ টাকা)

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে কবি ঘোষ কর্ত্তৃক (জীবনদান ভবন)
এস.এস-৭ ডি ডি এ মার্কেট, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩ ২১২, পশ্চিম বর্ধমান হইতে প্রকাশিত
ও 'সম্পর্ক' মুদ্রণিকা, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী-৭১২৪০৪ হইতে মুদ্রিত।